ফরজে আইন ইলম কোর্স

দারস নং - ১

মিফতাহুল উলূম

অনলাইন একাডেমি

ইলমের ফজীলত ও আদাব

বাহিস

ডাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মাসীহ উল্লাহ

এমবিবিএস (সিএমসি)

তাকমীলুল হাদীস, আল-জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী।

তাখাস্সুস ফিল ফিকহিল ইসলামী, আল-জামিয়াতুল আরবিয়া নাছেরুল ইসলাম নাজিরহাট।

(কেবল ছাত্রছাত্রীদের কৃত নোট, পড়াশুনার সুবিধার্থে দেয়া হয়েছে, বাইরে শেয়ার করার জন্য নয়, ফাইনালি সম্পাদনা বাকী আছে।)

আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এজন্য শোকর আদায় করা দরকার যে আল্লাহ আমাদেরকে ইলমের জন্য কিছু সময় আলাদা করার এবং ত্বলিবে ইলমের যে ফজীলত, সেই ফজীলত লাভ করার তৌফিক দান করেছেন।

আল্লাহ আমাদেরকে সত্যিকারের ত্বলিবে ইলম হওয়ার তৌফিক দান করুন।

আল্লাহর কাছে ত্বলিবে ইলমের বিশাল মর্যাদা আর বিশাল ফজীলত আছে। একজন ত্বলিবে ইলম যে, রাসূল (ﷺ) এবং সমস্ত আম্বিয়াগণ (আঃ) আল্লাহর কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছেন সেই সব দামি জিনিসগুলো অর্জন করার জন্য আল্লাহ তাকে বাছাই করেছেন।

আম্বিয়া (আঃ) সম্পদ রেখে যান না, দিনার এবং দিরহাম রেখে যান না। তারা ইলম রেখে যান। ইলমের ফাজায়েল, ইলমের গুরুত্ব অনেক বেশি। এজন্য ইমাম বুখারি রহঃ কিতাবুল ইলমের মধ্যে একটা অধ্যায় এই নামে রচনা করেছেন - 'কথা বলার আগে ইলম, আমালের আগে ইলম"

একজন আমল করবে তো এর আগে ইলম দরকার; একজন মানুষ কথা বলবে, দ্বীনের কথা, দাওয়াত দিবে, মানুষকে হক্কের দিকে ডাকবে, তো এর আগে

তার ইলমের প্রয়োজন। মানে

সমস্ত কিছুর শুরু হলো ইলম দিয়ে। তো ওখানে তিনি (রহঃ) এই কথার কুরআনের একটি আয়াত দিয়ে দলিল দিয়েছেন যে, فعلم انه لا اله الا الله واستغفري لذنبك

انه لا اله الا الله - এটা তো ক্বওল।

واستغفري لذنبك - এটা হলো আমাল

অর্থাৎ 'ক্বওলের আগে ইলম, আমালের আগে ইলম।'

ইলম মাতলুব, এজন্য আল্লাহ ইলম বৃদ্ধির জন্য দুআ শিখিয়েছেন,

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

অর্থাৎ "হে আল্লাহ, আপনি আমার ইলমকে বাড়িয়ে দিন"।

কুরআনে আল্লাহ পাক বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার, তাদের মর্যাদা আল্লাহ পাক বাড়িয়ে দিয়েছেন"। আবার ঈমানদারদের মধ্যে যাদেরকে বিশেষ করে ইলম দেওয়া হয়েছে তাদের ব্যাপারে বলেছেন,

"যাদের ইলম দান করা হয়েছে তাদের মর্যাদা কেবল বাড়বেই"।

এখানে আরবিতে درجات এনেছেন, বহুবচন। শুধু درجا বলেননি। মানে,

-যত বেশি ইলম হাসিল করবে,

-যত বেশি আমল করবে,

-ততবেশি তার ঈমানের ইজাফা হবে,

-ততবেশি তার ঈনানের তরক্কী হবে

-ততবেশি তার মর্যাদা হবে।

ইলমের মাধ্যমেই তার ঈমানের তরক্কি হবে এবং সে অনুসারে আমলের তরক্কি হবে। ইলম ও আমল উভয়ের তরক্কি অনুযায়ী তার মর্যাদা হবে দুনিয়া ও আখিরাতে।

আল্লাহ পাক বলেছেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

“আপনি বলুন, যে জানে এবং যে জানে না উভয়েই কি এক বরাবর হতে পারে কখনো?”

তাহলে, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কখনোই এক বরাবর হবে না। আল্লাহ পাক ইলমের দ্বারা মর্যাদা বাড়ান। ইলম দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে ফজীলত বাড়তে থাকবে।

যে শুধু আল্লাহর কালাম হিফজ করেছে, আল্লাহ পাকের কালামের লফজ গুলোর ইলম অর্জন করেছ, শব্দগুলোও জেনেছে; কী পরিমাণ মর্যাদা তার হবে?

আল্লাহ পাক বলবেন,

“তুমি পড়তে থাকো আর উপরের দিকে আরোহণ করতে থাকো এবং দুনিয়াতে যেভাবে তারতীলের সাথে পড়তে সুন্দর করে, এভাবে তারতীলের সাথে পড়ো। নিশ্চয় তোমার মর্যাদা ওখানে হবে, যতটুকু আয়াত পড়ে তুমি যেখানে পৌছাবে।”

তোমার আয়াত যত আগাবে, ফজীলতও তত বাড়বে। এক আয়াত পড়বে, এক মর্যাদা বুলন্দ হবে। বুলন্দ হতেই থাকবে।

ইলমের কী শান আর মর্যাদা! ইলমের কি কদর, কি ফজিলত!

ত্বালিবে ইলমের সম্মানে আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেছেন, ফেরেশতারা যেন তাদের নূরের পাখা নত করে দেয়। কি পরিমাণ মর্যাদা!

(আল্লাহ আমাদের সবাইকে হাকীকতের ত্বালিবে ইলম হওয়ার তৌফিক দান করুন, সত্যিকারের ত্বালিবে ইলম হওয়ার তাউফিক দান করুন।)

যারা উলামা, তারা হলেন উম্মতের জন্য ক্বলব সদৃশ। উলামা ভাল থাকবে তো পুরো উম্মাহ ভালো থাকবে। উলামা ঠিক থাকবে তো পুরো উম্মাহ ঠিক থাকবে।

তাহলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইলমের জন্য যে কবুল করেছেন, আমরা যদি ইখলাসের সাথে এতে সময় দেই, খুব আগ্রহের সাথে সময় দেই, ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক আমাদের এই সময় দেওয়াকে কবুল করবেন। ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা আমাদের অনেক বেশি নেকী তো হবেই একইভাবে, আমাদের আমলের ক্ষেত্রেও তরক্কি হবে। দুনিয়া ও আখিরাতে সব জায়গায় আল্লাহ পাক আমাদেরকে তরক্কি দান করবেন।

একদিন উস্তাদে মুহতারাম মুফতি কিফায়াতুল্লাহ সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলছিলেন- আমরা জানি সুবহানাল্লাহ বলার কী ফজীলত।একজন মানুষ যে 'সুবহানাল্লাহ' বলল তার কি নেকি?

-যে একবার সুবহানাল্লাহ বলল তার জন্য এমন গাছ হবে যে গাছের ছায়া একটা আরব তেজী ঘোড়া পাঁচশত বছর ধরে দৌড়ে শেষ করতে পারবে না।

এটা হল যে সুবহানাল্লাহ বলছে তার ফজীলত। তাহলে এখনে এটা ভাবা দরকার, যে তাকে এই 'সুবহানাল্লাহ' বলা শিখিয়েছে তার কী ফজীলত হবে! যে আলিম তাকে 'সুবহানাল্লাহ' বলা শিখিয়েছেন সে আলিমের কত মর্যাদা হবে!

যে ঈমান নিয়ে যাবে তাকে দশ দুনিয়া পরিমাণ জান্নাত দেওয়া হবে। তাহলে তাকে এই ঈমানের উপর তোলার জন্য যে আলিম মেহনত করেছেন, যে উলামারা কুরবানি করেছেন; সেই উলামাদের কত মর্যাদাই হবে! উলামারাই তো উম্মতের মাঝে দ্বীন আসার কারণ। উম্মতের মাঝে দ্বীন বাকি থাকার কারণ উলামারা। সেই ইলম থেকে অংশ পাওয়া, সেই উলামাদের মর্যাদা হাসিল করতে পারা; আল্লাহ যেন আমাদের কবুল

করেন। এভাবেই তো মানুষ হাটি হাটি পা পা করে আগায়। আমাদের যদি এইভাবে ধারাবাহিকতা ঠিক থাকে, এভাবেই যদি আমরা মেহনত করতে থাকি, আল্লাহ চাহে তো এইভাবে একদিন আমাদের মাঝে ত্বলব, আগ্রহ সৃষ্টি করে দিবেন। আর এর জন্য যদি আরো বেশি কুরবানি করতে হয় তাহলে তার জন্যও হয়তো আমাদের দিল তৈরি হয়ে যাবে। হয়তো আল্লাহ পাক এক সময় আমাদের সেই সৌভাগ্য অর্জনের তৌফিক দিবেন, যেই সৌভাগ্য একজন আলিমের সৌভাগ্য। একজন উস্তাদের মুখে বা আহলুল ইলমের কাছে সরাসরি বসে তার সোহবত পেয়ে ইলম হাসিল করা, যদি আল্লাহ আমাদের সেই সৌভাগ্য মিলিয়ে দেন তাহলে এটা কত বড় বিষয় হবে!

তো মানুষ যখন কুরবানি করে, আল্লাহ মানুষের মধ্যে যখন কোনো কিছুর জন্য আগ্রহ দেখেন তখন আল্লাহ তার জন্য রাস্তা খুলে দেন। তো ইলমের জন্য আল্লাহ পাকই রাস্তা খুলবেন। আসলে ত্বলব যেটা সেটা সহীহ হওয়া দরকার। আমাদের মধ্যে ত্বলব আসা দরকার। ত্বলব যদি আসে তাহলে আল্লাহ আমাদের মর্যাদাকে বুলন্দ করবেন।

তো হুজুরের কথা বলছিলাম, হুজুর এক প্রসঙ্গে এটাও বলেছেন যে একজন আলিম যদি নিজের মর্যাদা নিজে নষ্ট না করে তাহলে তার যে সম্মান পাওয়ার, এটা সে পাবেই। না পাওয়ার কোনো কারণ নাই। হ্যাঁ, ব্যতিক্রম হতে পারে তখন যখন সে নিজেই নিজের মর্যাদা নষ্ট করে। নিজেই নিজেকে বরবাদ করে দেয় কোন খারাপ কাজের কারনে বা বদ আমলের কারণে, এতে তার দাম কমতে পারে। কিন্তু একজন আলেম, তার মর্যাদা আল্লাহ রেখেছেন এই দুনিয়াতে এবং আখিরাতেও। সেটা সে পাবেই। তো ইলমের ফাজিলত অনেক বেশি।

আল্লাহ একদম সোজা কথা বলেছেন যে ইলম তো আসলে ওহী, নূর এটা।

আল্লাহ বলেন,

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ

তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা নূর এবং স্পষ্ট কিতাব এসেছে।

এই নূর দ্বারা কুরআনই উদ্দেশ্য। এটা নূর আল্লাহর তরফ থেকে। এই নূর দ্বারা মানুষের জীবন আলোকিত হয়।

একটা হল যে রূহ। ইলমকে, দ্বীনকে, ইসলামকে, ওহীকে কোথাও আল্লাহ নূর বলেছেন; কোথাও আল্লাহ রূহ বলেছেন। এর দ্বারা যেন সে জীবিত হয়। এ পুরো পৃথিবীতে এত আয়োজন এত আলোড়ন এত সৌন্দর্য রূহের কারণেই। যদি রূহ না থাকত তাহলে সব নীরব, নিস্তব্ধ পড়ে থাকত। রূহ থাকার কারণে এই সব এতো সুন্দর, এতো কিছু। তো কুরআনে ইলমকে কখনো রূহ বলা হয়েছে কখনো নূর বলা হয়েছে।

আল্লাহ বলেছেন যে

وَ كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِیْ مَا الْكِتٰبُ وَ لَا الْاِيْمَانُ

এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমিতো জানতেনা কিতাব কি ও ঈমান কি!

এখানে আল্লাহ পাক বলছেন, আমি রূহ নাযিল করেছি, তোমরা জানতে না কিতাব কী। তোমরা জানতে না ঈমান কী! তোমরা যে আজ কিতাবের গুরুত্ব বুঝলে, তোমরা যে ঈমানের গুরুত্ব বুঝলে, এটা ঐ রুহের কারণে।

রূহ মানে ইলম। রূহ মানে ওহী। রূহ মানে কুরআন। আল্লাহর কাছ থেকে ইলম এসেছে, সেই ইলম মানুষদের তার রবকে চিনিয়েছে। রবের কিতাবের মর্যাদা চিনিয়েছে, রসূল (আঃ) চিনিয়েছে। দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা ও ব্যর্থতার মানদণ্ড কী, তা বুঝিয়েছে। মানুষের যে আখিরাত আছে সেটা বুঝিয়েছে। এই সব বিষয় তো রূহের কারণেই। তো সেটাকে আল্লাহ একদিকে রূহ বললেন। আরেকদিকে নূর বললেন। রূহ না থাকলে দুনিয়ার সব আলোড়ন বন্ধ হয়ে যাবে।

দ্বীনি জিন্দেগী, মানুষের ইলমী, জিন্দেগী, ঈমানী জিন্দেগী যেটা, ইসলামী জিন্দেগী এই সবকিছু রূহবিহীন হবে যদি আমাদের ইলমের সাথে সম্পর্ক না থাকে। দ্বীনের যেকোনো কাজ মানুষ করুক,

- ধরি কেউ দাওয়ার মেহনত করে কিন্তু ইলমের সাথে সম্পর্ক নাই তো তার দাওয়াতের মেহনত হবে নির্জীব।

- কেউ তাযকিয়া লাইনে ফিকির করে, মেহনত করে কিন্তু সে ইলম থেকে বিচ্ছিন্ন তো তার মেহনত হবে নির্জীব, প্রাণহীন।

তো এজন্য রূহের সাথে তুলনা দিয়েছেন।

আমাদের পুরো ইসলামি জিন্দেগী, আমাদের পুরো হায়াত এটাকে যদি আমরা প্রকৃত প্রাণময় করতে চাই, আমাদের দ্বীনি খেদমতগুলোতে, দ্বীনি আমলগুলোতে প্রাণের প্রাচুর্য সৃষ্টি করতে চাই এমনকি আমাদের দুনিয়াবি কাজগুলোতেও; আমাদের খাওয়া দাওয়ায়, আমাদের পড়াশোনাতে, তাহলে আমাদের সবকিছুর সাথে ইলমের সম্পর্ক তৈরি করে দিতে হবে। ইলমের প্রবাহ জারি রাখতে হবে। ইলম থেকে আমাদের নিতে হবে।

এজন্য ইলম সবার আগে। ইমাম বুখারি রহঃ অধ্যায় কায়েম করেছেন এ কথা বলে যে 'কথা বলার আগে ইলম, আমল করার আগে ইলম'।

ইলমের কারণেই মানুষের মর্যাদা বাড়ে।

আলী রাঃ বড় সুন্দর করে বলেছেন,

> আল্লাহর যে বন্টন সে বন্টনে আমরা রাজি আছি। আল্লাহ কত সুন্দর বন্টন করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে ইলম দিয়েছেন আর আমাদের দুশমনদের মাল দিয়েছেন। মাল যেটা, সেটা তো ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ আমাদের যা দিয়েছেন তা কখনো ফুরিয়ে যাবার নয়। মাল যদি কেউ দেয় তো সেটা কমে যাবে কিন্তু ইলম এমন জিনিস সেটা যত দিবে তত বাড়তে থাকবে।

আলী রাঃ কত সুন্দর করে এ কথাগুলো কবিতা আকারে বলেছেন। ইলম অনেক দামি জিনিস। এই দামি জিনিস পাওয়ার জন্য নিজের দিলকে তৈরি করা, দিলের মধ্যে ত্বলব/আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া - এটা অনেক বড় বিষয়।

(আল্লাহ আমাদের এই ত্বলবের মধ্যে ইজাফা দান করুন, আমাদের ত্বলবকে বাড়িয়ে দিন। ইলমের প্রতি যে ত্বলব এটা আরো সুন্দর হোক, সঠিক হোক, আরো আগে বাড়ুক।)

আল্লাহ পাক একদিকে রুহের সাথে তুলনা দিয়েছেন, একদিকে আলোর সাথে তুলনা দিয়েছেন।

-রুহ ছাড়া যেমন সব নির্জীব, ইলমের সাথে যদি সম্পর্ক না থাকে, আমাদের কি দ্বীনি জিন্দেগী বলি, কি আমাদের দুনিয়াবি জিন্দেগী বলি, কি আমাদের প্রফেশান বলি, কি আমাদের পারিবারিক জীবন বলি, কি সংসার বলি, যেখানেই হোক যেকোনো ক্ষেত্রেই হোক, সেটা হবে আলোহারা, প্রাণহীন, নির্জীব।

-এই সারা পৃথিবীতে এতো আয়োজন, এগুলো কেন! সূর্য আছে বলে। সূর্যের ঐ আলোর নেযাম যদি না থাকতো তো সব অন্ধকারে পড়ে থাকত। এই পৃথিবীর কোনো গুরুত্বই থাকত না। এটার কোনো বিশেষত্ব থাকত না।

তো কেউ যদি একইভাবে ইলমহারা হয়, ইলমের সাথে সম্পর্ক না থাকে তাহলে তো তার যেন পুরো জিন্দেগীতে কোনো সূর্যই নেই। তার ইসলামের যে পৃথিবী, সেই পৃথিবী যেন এক সূর্যবিহীন পৃথিবী, যেখানে কোনো আলো নেই।

আল্লাহ আরেক জায়গায় বলেছেন,

> *তোমরা মৃত ছিলে, আমি তোমাদেরকে জীবিত করেছি।*

ইলম আমাদের আলোকিত করে। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন সেই ইলম থেকে অংশ নেওয়ার জন্য। সবচেয়ে বড় কথা এটা মীরাযুন্নবী, মীরাস(নবীর (ﷺ) উত্তরাধিকার)। তারা দিনার, দিরহাম রেখে যান না; ইলম রেখে যান।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

> যে ব্যক্তি ইলমের জন্য কোনো রাস্তা অবলম্বন করে তো আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তাকে সহজ করে দেন।

তার (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

> কোনো ব্যক্তি মারা গেলে তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে গেল। আর কোনো আমল পৌছবেনা কেবল তিন জিনিস ছাড়া:
>
> - সদকায়ে জারিআহ
> - এমন ইলম যা দ্বারা উপকার হাসিল হওয়া জারি আছে।
> - নেক সন্তান যে পিতা-মাতার জন্য দুআ করবে।

ইলম অনেক ফজীলতের জিনিস। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে এটাও এসেছে যে, রাসূল (ﷺ) বলেন,

দুনিয়া অভিশপ্ত এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার সবই অভিশপ্ত কেবল আল্লাহর যিকির ছাড়া এবং এ যিকিরের সহযোগী যত কিছু আছে সেগুলো ছাড়া এবং আলেম আর ত্বালিবে ইলম ছাড়া। (তিরমিযি)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য বের হল সে আল্লাহর রাস্তায় আছে যতক্ষণ সে সেখান থেকে ফিরে না আসে।

আবু সাঈদ কুদী (রাঃ) থেকে বর্নিত যে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

মুমিনের তৃষ্ণা মেটে না, সে কল্যাণ লাভ করতেই থাকে, অবশেষে সে একদিন জান্নাতে পৌছে যায়।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ওলামাগণ বলেছেন এখানে খইর দ্বারা ইলম উদ্দেশ্য করেছেন।

আবি ওমামা (রদ্বি.) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন,

একজন আলিমের ফজীলত একজন আবেদ ব্যক্তির উপরে এত বশি যেমন তোমাদের মধ্যে সাধারণ যে সবচেয়ে, তার তুলনায় সবচেয়ে নিম্নস্তরে যে তার তুলনায় যেমন আমার (ﷺ) ফজীলত, সেরকম একজন আবেদের উপরে একজন আলিমের ফজীলত।

তো আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন যেন আমরা সত্যিকারের ত্বালিবে ইলম হতে পারি। ইলমের জন্য আমরা যেন সময় দিতে পারি। ইলমের কথা শুনা, ইলমের কথা পৌছানো কত ফজীলত!

আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

ঐ ব্যক্তির চেহারাকে আল্লাহ উজ্জ্বল করুন যে আমাদের কাছ থেকে কিছু শুনেছে। এরপর ঐভাবেই পৌছিয়েছে যেভাবে সে শুনেছে আর অনেক সময় এমন হয় যার কাছে পৌছেছে সে বেশি ফকিহ(বেশি বুঝে) যে পৌছিয়েছে তার তুলনায়। অনেক সময় এমনও হয়।

ইলম শিক্ষার আদাব

১. ইখলাসের সাথে ইলম হাসিল করা।

ইলম হতে হবে আল্লাহর জন্য। ইলম শেখার মধ্যে প্রথম আদাব হলো ইখলাসের সাথে ইলম হাসিল করা। ইখলাস হলো মূল, প্রথম জিনিস।

আবু হুরায়রা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, রাসূল (ﷺ) বলেন,

যে ব্যাক্তি ইলম শিখেছে এবং সে ইলম আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শেখা হয় না, তা দুনিয়ার জন্য শিখেছে, সে কিয়ামতের ময়দানে জান্নাতের সুবাসও পাবে না।

(আল্লাহ পাক আমাদের হেফাজত করুন)

আমাদের ইলম যেন আল্লাহর জন্য হয়। আসলে আমরা এমন এক জামানায় আছি যে জামানা তুলে নেওয়ার জামানা। এই জামানায় ওলামাদের তুলে নেওয়া হচ্ছে। ওলামাগণ চলে যাচ্ছেন।

আল্লাহর রসূল (ﷺ) এরশাদ করেন,

আল্লাহ ইলমকে এভাবে তুলে নিবেন না যে একদিনেই সমস্ত মানুষের দিল থেকে ইলম নিয়ে নিলেন বরং আল্লাহ ইলমকে তুলে নিবেন ওলামাদেরকে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে। একটা সময় আসবে কোনো আলেম বাকি থাকবে না। তো মানুষ

জাহেলদের তাদের উসওয়া কুদওয়া বানিয়ে নিবে। জাহেলদের তারা অনুসরণ করবে এবং জাহেলদের তারা জিজ্ঞাসা করবে দ্বীনের বিষয়ে, পরামর্শ চাইবে। তো তারা তাদেরকে পরামর্শ দিবে, ফতোয়া দিবে ইলম ছাড়াই। নিজেরা গুমরাহ হবে এবং যাদের পরামর্শ দিবে তাদেরকেও গুমরাহ করবে।

ইলম ছাড়া মানুষ গুমরাহ হয়। ইলম ছাড়া কোনো বিকল্প নেই যদি আমরা সত্যিকারের দ্বীন মানতে চাই। এজন্য সর্বপ্রথম নিয়তকে খালেস করতে হবে।

২. ইলমের জন্য কুরবানি(কষ্ট) করতে হবে।

ইলম কষ্ট চায়, ইলম কুরবানি চায়। ইলমের জন্য কষ্ট করতে হবে।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) এক আছাড় এনেছেন। কোনো সাহাবী (রাঃ) বা কোনো তাবেঈর (রহঃ) ক্বওলকে আছাড় বলা হয়। ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসির (রহঃ), তিনি বিখ্যাত তাবেঈ। তার (রহঃ) এই ক্বওলটা অনেক প্রসিদ্ধ যে 'শরীরের আরামের সাথে ইলম আসে না'।

এই কথাটা তো ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসির (রহঃ) এর। তো ইমাম মুসলিম (রহঃ) এটা রেওয়ায়েত করেছেন তেরো সনদে। এই তেরো সনদের তেরো রাবি তেরো জায়গায়। একেকজন একেক জায়গায়। কেউ বাগদাদে, কেউ খোরাসানে কেউ হেজাযে, কেউ শামে, কেউ কুফাতে, কেউ কায়রোতে, কেউ মিশরে। তেরোজন তেরো জায়গায়।

তো ইমাম মুসলিম (রহঃ) এই হাদিসের কথাটা বুঝানোর জন্য তিনি (রহঃ) দলিল দিলেন। তার সনদটাই দলিল। তিনি বুঝাচ্ছেন যে, দেখো এই একটা কথা নেওয়ার জন্য তেরো জায়গায় সফর করা হয়েছে। তেরো রাবির কাছ থেকে এই কথাটা নকল

করা হচ্ছে। তেরো রাবি তো তেরো জায়গায়। তার মানে ইলমের জন্য কত বেশি সফর করেছেন!

এক ব্যক্তি মদিনায় এসেছে। রাসূল (ﷺ) এর কাছ থেকে যেভাবে শুনেছেন সেভাবেই তাশাহহুদ শিখার জন্য। একমাস সফর করে মদিনায় এসেছে। আগের জমানায় মানুষ ইলমের জন্য কত কুরবানি করেছে!

মূসা (আঃ) এর যে সফর সূরা কাহাফে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে মূসা আঃ এই কথা বলতেই বাধ্য হয়ে গিয়েছেন যে 'আজকে আমাদের বড় কষ্ট হয়ে গেল'। আমাদের কষ্টের শেষ সীমানায় পৌছে গেলাম। হাটতে হাটতে, হাটতে হাটতে, এক জায়গায় এসে রাস্তা ভুলে গেলেন। যে জায়গায় দাড়ানোর কথা ছিল, যেখানে মাছ জীবিত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল সেই জায়গা অতিক্রম করে আরো দূর চলে গিয়েছেন। আবার ফিরে এসেছেন এবং শেষ পর্যন্ত মূসা (আঃ) এর মতো একজন নবী, তিনি বলে ফেলেছেন, 'আজকে আমাদের বড় কষ্ট হলো'।

মানে আল্লাহ এই ঘটনা দ্বারা বুঝালেন যে মূসা (আঃ) একজন নবী, তিনি একজন আলেমের সাথে দেখা করতে যাচ্ছেন ইলমের জন্য। কী পরিমাণ কষ্ট তিনি (আঃ) করেছেন।

এই ঘটনাতে কয়েকটা বিষয় আছে লক্ষ করার।

- ইলমের জন্য কষ্ট করতে হয়।
- ইলমের আদাব আছে। সওয়াল করার আদাব আছে এখানে।
- সোহবতের আদাব আছে এখানে।

ইলমের জন্য কী পরিমাণ আদাব দেখাতে হয় এই বিষয়টা দেখা যায় এখানে। মূসা (আঃ) একজন নবী হয়ে খিজির (আঃ) কে একথা বলছেন যে 'আপনি কি আমাকে অনুমতি দিবেন? আল্লাহ পাক আপনাকে যে ইলম দিয়েছেন সেখান থেকে কিছু যেন আমাকে শিখান, সেজন্য কি আমি আপনার অনুসরণ করতে পারি'?

তাহলে ইলমের জন্য ইত্ত্বেবা (অনুসরণ) করতে হয়। যেভাবে বলা হয় সেভাবেই চলতে হয়। বুঝা গেল যে তা'লিম ও তা'আল্লুমের সাথে ইত্ত্বেবা (অনুসরণ) এর একটা বড় সম্পর্ক আছে। উস্তাদ যেভাবে বলেন, যে কাজগুলো দেন, সেগুলো হুবহু ঐ ভাবেই করা, ঐ পড়াগুলো আদায় করা।

'ইত্তিবা'/ অনুসরণ যদি না হয় তাহলে ইলম অর্জন মুশকিল। কষ্ট করতে হবে, অনুসরণ করতে হবে, আদাবের সাথে চলতে হবে। এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৩. গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

ইলমের জন্য অনেক জরুরি বিষয় হল 'গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা'।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) চিন্তা করলেন যে ইমাম মালেক (রহঃ) এর কাছ থেকে 'আল মুয়াত্তা' শুনবেন। মুয়াত্তার ইলম তিনি হাসিল করবেন। তিনি (ইমাম শাফেঈ রহঃ) প্রথমে মক্কায় ছিলেন। তিনি (রহঃ) মক্কার গভর্নর থেকে চিঠি নিলেন যেন তিনি মদিনার গভর্নরকে বলেন, তিনি যেন ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এর জন্য সুপারিশ করেন ইমাম মালেক (রহঃ) এর কাছে গিয়ে।

তো তিনি মক্কার গভর্নরের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এলেন মদিনা গভর্নরের কাছে। গিয়ে চিঠি পেশ করলেন। মদিনা গভর্নর দেখলেন যে এই তালিবে ইলম ইলমের জন্য কি পরিমান আগ্রহ নিয়ে এসেছেন। মদিনার গভর্নর স্বয়ং তাকে ইমাম মালেক (রহঃ) এর কাছে নিয়ে গেলেন।

তো ইমাম মালেকের (রহঃ) সাথে প্রথম দেখা। এ দেখা হওয়ার পরে এক পর্যায়ে ইমাম মালেক(রহঃ) বললেন যে, 'তোমার মাঝে আমি একটা নূর দেখছি। তোমার মধ্যে মেধা আছে, যোগ্যতা আছে। তো তুমি তোমার এই নূরকে গুনাহের মাধ্যমে নিভিয়ে দিও না'।

আমি যদি গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাই তাহলে ইলমের বরকত থেকে মাহরূম হয়ে যাবো।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এর বিখ্যাত ঘটনা আছে। তার স্মরণ শক্তি এমন ছিল যে কোনো একটা পৃষ্ঠা একবার দেখলে মুখস্থ হয়ে যেত। তো একবার তিনি খেয়াল করলেন যে তার স্মরণ শক্তিতে দুর্বলতা এসে গেছে। তো তার উস্তাদ ছিল ওয়াকি (রহঃ)। তার কাছে গিয়ে বললেন যে হযরত আমার স্মরণ শক্তি তো মনে হচ্ছে কমে আসছে। তো তিনি (রহঃ) তাকে ওসিয়ত করলেন গুনাহ ছেড়ে দিতে। এই ওসিয়তকে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) কবিতা বানিয়ে ফেলেছিলেন যাতে সারাজীবন মনে থাকে। আজ পর্যন্ত যত ত্বলিবে ইলম আসবে তারা যেন মনে রাখেন এজন্য কবিতা বানিয়ে ফেলেছেন।

তিনি কবিতাতে লিখেছিলেন, "আমি ওয়াকি (রহঃ) এর কাছে এসে শেকায়েত করলাম যে আমার স্মরণ শক্তি কমে গেছে তো তিনি আমাকে ওসিয়ত করলেন গুনাহ ছেড়ে দিতে এবং এই কথা বললেন, ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নূর; আল্লাহ তার নূর কোনো গুনাহগারকে দেন না।"

তাহলে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাটা জরুরি। আমাদের অন্তর যেন গুনাহ থেকে পাক থাকে ইলমের জন্য। আমি যেন কষ্ট করে নিজেকে তৈরি করি। কষ্ট করতে হবে।

৪. সময়ের হেফাজত

সময়কে হেফাজত করতে হবে ইলমের জন্য।

যে ত্বলিবে ইলমের তার নিজস্ব রুটিন নাই, তার সময় যেকোনো জায়গায় নষ্ট করে, যে রুটিনবদ্ধ জীবন-যাপন করতে শিখেনি সে তরক্কি করতে পারবে না। এজন্য সময়ের হেফাজত অনেক জরুরি জিনিস। সময়ের কারণেই তো মানুষ দামী হয়। তার জীবনের মূলই তো হচ্ছে সময়।

সালফে-সালেহীনদের মধ্যে কারো ক্বওল আছে,

> "হে বনী আদম, তুমি মানে কতগুলো দিন অর্থাৎ তুমিতো কতগুলো দিনের সমষ্টি। তোমার জীবন থেকে একটা দিন চলে গেল যেন তোমারই একটা অংশ চলে গেল। যেমন, তোমার যদি একটা চোখ চলে যায়, তোমার যদি একটা কান চলে যায়, তোমার যদি একটা পা চলে যায়, যেমন তুমি কষ্ট পাবে, তুমি মনে করবে তুমি অনেক কিছু হারিয়েছ। তোমার জীবনের সময়গুলো তো এর চাইতেও মূল্যবান। এগুলো যদি তুমি হারিয়ে ফেলো তাহলে যেন তুমি তোমাকেই নষ্ট করে দিলে"।

এজন্য সময়ের হেফাজত করা জরুরি বিষয়।

- ❖ এজন্য আমি আমার সময়ের হেফাজত করব।
- ❖ রুটিনবদ্ধ জীবন-যাপন করবো।
- ❖ ব্যক্তিগত আমলের পাবন্দি করব।
- ❖ নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখব।

৫. ইলমের জন্য অহংকার যেন না হয় তা খেয়াল রাখব।

একটা বিষয় খেয়াল করার যে ইলমের উপর যেন অহংকার না হয়। যা শিখেছি তা দিয়ে যেন অন্যদের সাথে বাহাস করা, তর্ক করাতে যেন আমরা লিপ্ত না হই। অনেক সময় মানুষ ইলমের বরকত থেকে মাহরূম হয় কারণ সে অপাত্রে এটাকে ব্যবহার করে।

জাহেলদের সাথে তর্ক করা, ইলমের ব্যাপারে অহংকার করা, বেশি জানে সেটা বিভিন্নভাবে দেখানো। এসব কারণে মানুষ ইলমের বরকত থেকে মাহরূম হয়।

(আল্লাহ আমাদের মাফ করুন, হেফাজত করুন।)

ইলম তো নিজের জিন্দেগী সাজানোর জন্য। ইলম এজন্য না যে আরেকজনের দোষ ধরব।

★ একটা সুন্দর কথা আছে যে, ফাজায়েলে ইলম মাসায়েলের আগে। কেন?

যদি কেউ ফাজায়েলের আগে মাসায়েল শিখে তাহলে সে মাসায়েলের ইলম দিয়ে অন্যের দোষ খুজবে খালি। ওর এই আমল হয় না, ওই আমল হয় না - এরকম আচরণ শুরু করে দিবে।

আর যদি ফাজায়েল জানা থাকে যে, ইলম কেন, আমলের কী লাভ? তাহলে সে নিজের দোষ খুঁজবে। দেখবে যে, আরে! আমার নামাজ তো সুন্নাহ মোতাবেক হয়না, আমার ওজু তো সুন্নাহ মোতাবেক হয়না, আমার গোসল তো সুন্নাহ মোতাবেক হয়না, আমার মুয়াশারাত তো সুন্নাহ মোতাবেক হয়না, আমার লেন-দেন তো সঠিক হয়না, আমার আকাইদে তো এই সমস্যা মনে হচ্ছে, আমার আখলাকে এখানে এই সমস্যা মনে হচ্ছে!

অর্থাৎ, একজন ইলমওয়ালা যখন নিজের ইলম দিয়ে নিজেকে রাঙায়, নিজের দোষত্রুটি বের করে, নিজের জিন্দেগী সুন্দর করার ফিকির করে সেই হলো প্রকৃত ত্বালিবে ইলম।

এজন্য নিজের ইলম দিয়ে নিজেকে প্রথমে পরীক্ষা করব এবং আমি যে ইলম শিখছি এটা নিয়ে সব জায়গায় বলে বেড়নোরও দরকার নেই। গোপনে আমি একটা মেহনত করছি যেটা আল্লাহ জানেন সেটা অন্যকে জানানোর মধ্যে কোনো ফায়দাও নাই। বরং নিজে ছোট হয়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে তৌফিক চাইবো। কারণ, মাত্রই তো শুরু করলাম, সামনে তো আরো বাকি। কতকিছু বাকি!

আমি যা অর্জন করব তা দিয়ে নিজের জিন্দেগী সুন্দর করব। আমার ইলমের আয়না দিয়ে আমি নিজেকে দেখব এবং নিজের খুঁতগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করব। যতক্ষণ পর্যন্ত যোগ্য হচ্ছি না ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এটা দিয়ে অন্যের সাথে বাহাসে, তর্কে লিপ্ত হবো না; এড়িয়ে চলবো।

যাঁরা ওলামাগণ আছেন অথবা মাদ্রাসার কোনো ত্বালিবে ইলমের মধ্যে কমতি আছে এজন্য আবার আমি তার সাথে বাহাস শুরু করে দিবো না। এটা দেখাতে যাবো না যে আমি একজন সাধারণ শিক্ষিত হয়ে তোমার চেয়ে বেশি জানি। এগুলোর কারণে আমি বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবো।

একজন ত্বালিবে ইলম উস্তাদের সোহবতে যা শিখে, আমি তো কিতাব পড়ে তা শিখতে পারবো না এজন্য আমাদের আলেমদের সোহবতে যেতে হবে ইলম শেখার পাশাপাশি।

আমি যেন তাদের সোহবতে গিয়ে দেখি যে তারা ইলম দিয়ে তাদের জীবনকে কীভাবে রাঙায়, কীভাবে তাদের জীবনকে পরিবর্তন করেছেন।

পুঁথিগত বিদ্যা যেন আমাকে অহংকারী বানিয়ে না দেয়। নিজে ছোট হয়ে থাকবো। অন্যদের সাথে তর্কে যাবো না। সবসময় মনে করবো যেন আমি কিছুই জানি না। মূসা আঃ একজন নবী হয়ে তিনি যাচ্ছেন আরেকজনের কাছে শিখার জন্য। প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর জ্ঞানী থাকে। আমরা কীইবা জানি!

এক উস্তাদ মুহতারাম একদিন বললেন যে এখন আমাদের একটু একটু দ্বীন বুঝে আসছে। মানে হুজুরই একটু একটু দ্বীন বুঝছে তাহলে আমরা তো কিছুই বুঝি না। এগুলো উনারা বাস্তবিক কারণেই বলেন। এমনি এমনি শোনানোর জন্য না।

আসলেই! ইলমের যে সমুদ্র, যে বিশালতা সে তুলনায় আমরা কীইবা জানি। এজন্য যা জানব যা শিখব তা যেন অহংকার সৃষ্টি না করে। আমি যেন সবসময় ছোট হয়ে চলি। আমি কীইবা শিখছি। আরো কতইনা বাকি আছে। আরো কতকিছু শিখতে হবে। এই বিষয়টা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে।

যদি এই ইলম শিখতে শিখতে এমন হয় যে আমার মধ্যে অহংকার আসা শুরু করে। তাহলে তো আমার এই ইলম শেখাটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। আমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে গেলাম। তো এজন্য তাযকিয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি। ইসলাহের মেহনতের গুরুত্ব অনেক বেশি।

৫. ওলামাদের সোহোবত

ওলামাদের অনেক বেশি সংস্পর্শে যেতে হবে এবং তাদের থেকে অনেক বেশি নিতে হবে। তাদের আখলাক, মুয়ামালাত, জীবন যাপন থেকে অনেক কিছু শিখতে হবে।

আশরাফ আলী থানবী রহঃ কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে এত ইলম কীভাবে শিখলেন! তিনি বললেন, আমি তিনটা কিতাব পড়েছি। আমি ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরের এর মক্কী পড়েছি, রশিদ আহমাদ গঙ্গুহী পড়েছি, আমি আল্লামা কাসেম নানুতুবী পড়েছি।

মানে আমি তাদের জিন্দেগী পড়েছি। জিন্দেগী দেখে ইলম শিখতে হবে। সাহাবারা (রাঃ) রসূলের (ﷺ) জিন্দেগী দেখে শিখেছেন। তাবেঈগণ (রহঃ) সাহাবীগণ (রাঃ) থেকে শিখেছেন। তাবে-তাবেঈগণ তাবেঈদের (রহঃ) কাছ থেকে শিখেছেন। ইলম যেন আমরা বাস্তব আমল থেকে দেখে দেখে শিখি। এটা ওলামাদের সোহবত ছাড়া হবে না।

আমাদের বড়গণ এজন্য মুজাকারা করেন, তারা বলেন পাঁচটা জিনিস আমাদের উলামাদের কাছ থেকে নিতে হবে।

- ❖ সঠিক ইলম
- ❖ সঠিক আমাল
- ❖ সঠিক আকাঈদ
- ❖ সঠিক আফকার অর্থাৎ চিন্তা
- ❖ সঠিক আখলাক

আজকে অনেক মানুষ আছে যারা দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট কিন্তু সঠিক ফিকির করে না, সহীহ না, চিন্তায় গলদ। সঠিকভাবে শেখা হয়নি উলামাদের কাছ থেকে।

আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন যাতে আমাদের আফকার শুদ্ধ হয়, আখলাক শুদ্ধ হয়, ইলম শুদ্ধ হয়, আকাঈদ শুদ্ধ হয়। এই সবকিছু উলামাদের কাছ থেকে নিতে হবে।

এরজন্য চোখের পানি লাগবে, কান্নাকাটি লাগবে। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে হবে, কাঙালের মত আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। নিজের সমস্ত দুর্বলতা, তুচ্ছতা আল্লাহর কাছে পেশ করতে হবে যেন মেহেরবানি করে কিছু হলেও আল্লাহ আমাদের দেন।

যা শিখব তা যখন আমলে পরিণত করবো ইন শা আল্লাহ তাহলে আমাদের আমলের মধ্যে নূর সৃষ্টি হবে, ইলমের মধ্যে নূর সৃষ্টি হবে। আরো বেশি আগে বাড়া সহজ হবে।

এজন্য বেশি বেশি দুআ করতে হবে, 'আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফিআ ওয়া আমালান সলিহাম মুতাক্বব্বালা' আবার 'রব্বি জিদনি ইলমা'। আল্লাহর কাছে অনেক বেশি চাইতে হবে।

আল্লাহ যেন আমাদের জিন্দেগীকে ইলম দ্বারা নূরান্বিত করেন এবং এই ইলম যেন আমাদের নাজাতের উসিলা হয় দুনিয়া ও আখিরাতে। ইলমের জন্য যতটা সময় দিবো প্রতিটা সময় যেন আল্লাহ কবুল করে নেন। এর জন্য যত টাকা-পয়সা খরচ হবে সেটা আল্লাহ কবুল করেন।

ইলমের জন্য অনেক টাকা-পয়সা খরচ করতে হয়। ইমাম বুখারি (রহঃ) এর আব্বা যত সম্পদ রেখে গেছে উনার (রহঃ) আম্মা তার পিছনে সবই খরচ করেছেন। যে যত বেশি মাল খরচ করবে ইলমের জন্য আল্লাহ তাকে তত বেশি দিবেন।

এবং সাথে উলামাদের খেদমত বেশি বেশি করব তো আল্লাহ তাদের দুআর বরকতে আমাদের ইলম দান করবেন।

(আল্লাহ আমাদের সবাইকে একটা ত্বালিবে ইলমের জিন্দেগী দান করুন। যাঁরা মকবুল ত্বালিবে ইলম, আল্লাহ আমাদেরকে তাদের শামিল করুন।)